এই সময়
সংবাদপত্র

নবাবি কোহিতুর আম বাঙালির নাগালে

এই সময়: আমের কুলীন জাতের কথা উঠলে প্রথমেই আসে আলফানসোর নাম। যদিও লখনৌয়ের ম্যাঙ্গো রিসার্চ স্টেশনের মতে, ভারতের সেরা আম কোহিতুর। যা এক সময় মুর্শিদাবাদের নবাবদের প্রিয় ছিল। তবে তার খোসা অত্যন্ত পাতলা। আলফানসোর খোসা পুরু হওয়ায় তার রপ্তানির বাজার চড়া। আম উৎসব উপলক্ষে এ বার আম জনতার নাগালে আসতে চলেছে সেই নবাবি কোহিতুর। আজ, শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত নিউ টাউন মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আম উৎসব। রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর এবং ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ

আজ থেকে আম উৎসব

কমার্সের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে এটি।

ফরগনার খরমুজের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা থাকলেও, ভারতের আমের বিশেষ সুখ্যাতি করেছিলেন মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর। দেশে আম উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পশ্চিমবঙ্গের। সিরাজ-উদ-দৌলার সময়েও মুর্শিদাবাদের নবাব বাগানে ছিল ১৪৭ ধরনের আম গাছ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এক সময় মালদহ ও মুর্শিদাবাদে মিলত ২০০ ধরনের আম। এখন তার সংখ্যা কমতে কমতে বড়জোর ৬০টিতে ঠেকেছে। এক সময় বাংলায় দুধকুমার, মধুগুলগুলি, সুরিখাস, কোহিতুর, আলাপাতি, বিমলি, বৃন্দাবনি, আরজানমার মতো আমগুলি যথেষ্ট পরিমাণে মিললেও, এখন সেগুলি টিকে রয়েছে সামান্য কিছু এলাকায়। যদিও সেগুলির জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের একটি উদ্যোগ সম্প্রতি শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র পর্ষদের সহযোগিতায় একটি প্রকল্পের মাধ্যমে। সে কাজের সঙ্গে যুক্ত শান্তিরঞ্জন দে এবং সুশান্ত রায় জানান, লুপ্তপ্রায় সেই আমগুলি ফিরিয়ে আনতে কলম তৈরি করে বিভিন্ন স্কুল, কলেজে চারা লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা জানান, তিন দিনের এই আম উৎসবে হিমসাগর, ল্যাংড়া, গোলাপখাস, আম্রপালির মতো আম ছাড়াও কোহিতুর, লক্ষ্মণভোগ, মধুগুলগুলির মতো তুলনামূলক কম পরিচিত বেশ কয়েক ধরনের আম আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদের কোহিতুর এবং মালদহের লক্ষ্মণভোগ-সহ এই ধরনের আম যেহেতু তুলনায় কম পরিমাণে চাষ হয়, তাই ঠিক কত পরিমাণে সেগুলি আনা যাবে, তা নিয়ে সংশয় থাকছে।

আম-কথা

বাংলার উৎকৃষ্ট মানের কিছু আম

কোহিতুর
দুর্লভ। কম পরিমাণে ফলে। একেকটি আমের একেক রকম আকৃতি হতে পারে। অত্যন্ত মিষ্টি। এই আম মুর্শিদাবাদের নবাবদের বিশেষ পছন্দের ছিল বলে জনশ্রুতি

পাঁজা
বড় আকারের আম। রস অত্যন্ত ঘন। খানিকটা ক্ষীরের মতো স্বাদ মেলে

ভবানী
মাঝারি সাইজ। পাকলে হলুদ রঙের হয়। পুরু চামড়ার কারণে রপ্তানিযোগ্য

মীর্জাপসন্দ
মাঝারি সাইজ। পাকলে হলুদ রঙের। পিছনের দিকে লালচে আভা থাকে। গায়ে অস্পষ্ট কালো ছোপ। ছোট আঁটি

চন্দনকোষা
পুরু চামড়া। পাকলে সিঁদুরের মতো লাল। খানিকটা কোষাকুশির কুশির মতো আকৃতি। খানিকটা চন্দনের গন্ধ মেলে

চম্পা
মুর্শিদাবাদের আম। মাঝারি সাইজ। দারুণ সুগন্ধ

দিলপসন্দ
খুব মিষ্টি স্বাদ। খানিকটা মিষ্টি আচারের মতো গন্ধ

সূত্র: সুশান্ত রায়, শান্তিরঞ্জন দে